তথ্য ও সত্য (মূল বিষয়বস্তু) ①

'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'তথ্যবস্তু' ও 'রূপবস্তুর' মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। সাহিত্যে তাদের প্রকাশের কথা বলেছেন, ~~এ~~ যে তার অভিব্যক্তি হয় এক মানুষ থেকে আর এক মানুষে। সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যিকের ~~[illegible]~~ লীলাক্ষেত্র। 'লীলা ও খেলার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? লীলা ও খেলা উভয়েই অপ্রয়োজনের আনন্দ, কিন্তু খেলা অপ্রয়োজনের আনন্দেতেই সীমাবদ্ধ, লীলাতে অপ্রয়োজনের আনন্দ থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়। 'সাহিত্য' সাহিত্যিকের অপ্রয়োজনের আনন্দ থেকে সৃষ্ট এক নতুন জগৎ। এই জগতে বাস্তবের প্রতিফলন এক জগৎ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই জগৎ বাস্তবের দৈন্যতা থেকে মুক্ত থাকে। বাস্তবের বিষয়কে উপলক্ষ্য করে কবি বা সাহিত্যিক এক অনির্বচনীয় কে উপভোগের মত পাঠকের কাছে। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির একটি পদ কে উল্লেখ করেছেন। পদটিতে রাধিকার মন্দির থেকে বের ~~হ~~ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ তথ্যের পদটির বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছন্দে-বন্ধে-উপমায় সংগীতে তা রসবস্তু হয়ে উঠেছে। ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ সাহিত্যিক যা কিছু দেখেন, যা কিছু উপলব্ধি করেন তার মধ্যে কিছুই এক, অখণ্ড ঐক্যের আলোকে উপলব্ধি করেন। যে এই ~~[illegible]~~ অখণ্ড ঐক্যকে উপলব্ধি করতে পারে না, সে ~~[illegible]~~ ~~সাহিত্যরস~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ সাহিত্যরস আস্বাদন করতে পারে না। এই বিষয়টি কে তথ্য ও সত্য প্রবন্ধে নানারকম উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন কোনো মানুষ আনন্দ লাভ করার কারণ বর্ণে, গন্ধে, রূপে, সুরে — এর মধ্যে নিখিল জগতের ঐক্যরূপকে উপলব্ধি করা। কিন্তু এই ঐক্য রূপের থেকে অর্থসম্পদের জন্য কামনা [illegible]। অর্থলোভী বিজ্ঞানী কাজের মধ্যে দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করতে চান। বাণিজ্যের কারবার তেলে নুনে মানুষের অন্তরের অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়, কবি তবে রূপকারের সত্যের ভার অসামঞ্জস্য জগতের অন্ধকারে আলোকিত হয়ে ওঠে। ইংরেজ কবি কীটস, একটি গ্রীক ফুলদানিকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন। মাটির তৈরি [illegible] ~~[illegible]~~ জন্য যে জল, সেই জল সে রাখুক আদরে সেখানে জল-ই মুখ্য — পাত্র নয়। কিন্তু শিল্পী যখন তাকে উদ্ভব করে পাত্রের গায়ে শিল্পকে ফুটিয়ে তোলেন তখন

তাঁর এই সৌন্দর্যবোধী কর্মে শরীরের সাথে মন-ও পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। সংগীত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের সাধের এই তৃষ্ণাকেই তৃপ্তি দান করে।

মানুষের অন্তরে এক বেদনা আছে। সেই বেদনা প্রকাশিত হতে চায়, অব্যক্ত ব্যক্ত হতে চায়। ~~আমরা~~ ~~প্রকৃতির~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ প্রাকৃতিক নির্বাচনের— দুঃখ-~~[illegible]~~ ধরনের খাতায় তার হিসাব নেই — সেখানে দুটোর-অস্তিত্ব সত্য। কিন্তু মানুষ পশু নয়, তাই এই সত্যকে অতিক্রম করে, ছবি আঁকতে বসে, গান করে। গানের সুরের আলোয় যা প্রতিফলিত হয়, দুঃখ তা এক লহমায় বদলে গিয়ে সত্যের উদ্ভাস নিয়ে আসে। আমাদের মন যে জ্ঞানকে উপলব্ধি করে তার দুটি দিক তথ্য ও সত্য। ~~[illegible]~~ বাস্তবে যেমনটি আছে তেমনটির হুবহু অনুকরণ তথ্য আর তথ্য যাকে ~~[illegible]~~ অবলম্বন করে সেই-ই হল সত্য। আমার যে ব্যক্তিগত আমি - তা হল তথ্য। ~~[illegible]~~ এই ব্যক্তি আমি যখন ~~[illegible]~~ বৃহৎ আমির মধ্যে নিজেকে মানুষ বলে উপলব্ধি করে — তাই-ই হল সত্য।

তথ্যের মধ্যে যখন সত্যের প্রকাশ হয় তখন-ই তা সাহিত্য বা শিল্পকলার প্রকাশ হয়। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন তখন বিজ্ঞান তথ্যের সংবাদ দেওয়ার জন্য ছবি আঁকেন না। চিত্রশিল্পী তথ্যকে স্বীকার করে এক নিবিড় সুসমাময় ছন্দের উপমায় দেন। ঘোড়ার ছবিতে শিল্পী যদি কোনোরকম ঘোড়াকেই দেখান তাহলে তথ্যের হিসাব অবশ্যই মেলে, কিন্তু সেই ছবির মধ্যেই যখন তাঁর উচ্ছ্বাস দেখা যায় তখন তা নিবিড় সুসমাময় ঐক্যের অনুভূতি নিয়ে আসে দর্শকের মনে। গোধূলিবেলায় সেই মেয়েটি ঘাটের থেকে বাড়ির চল - তখন একটি তথ্য পাঠকের সামনে এল, পাশাপাশি অন্য অনেক তথ্য পাঠকের আড়ালে থেকে গেল — পাঠক তার প্রয়োজন-ও বোধ করে না — ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ পাঠকের মনে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে থাকে — 'নীল জলের বিন্দুর মতো ছন্দ ~~[illegible]~~ পলাশের রেণু'—

সাহিত্য ও আর্ট কোন বস্তু তথ্য নিয়ে বস্তু-উত্তীর্ণ হলে তাকে রূপান্তরিত করে। যেমন সোনার রূপের আকার সবই - সোনার গুণ নয়। নানা রূপান্তর আছে। নানা ফুলের নির্যাসটা তথ্য, কিন্তু তা থেকে আতরের সুগন্ধ সৃষ্টি হয় যখন তখন তাঁদের অস্তিত্ব থাকে না, আতরের কেবল অনুভূতি হয়ে উদ্ভাসিত সত্য হয়ে ওঠে।

তথ্যের সত্যতা অভিজ্ঞতা নির্ভর

অর্থ আছে। কি সাহিত্য যখন তথ্য ব্যবহার করে তখন তা অভিজ্ঞতা নির্ভর সত্য কে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয়তাকে প্রকাশিত করে। এই রূপ আনন্দের রূপের উৎস ভূতের আকারে না ধরে রূপের আকারে ধরা দেয় এবং তা অনির্বচনীয় সত্য কে প্রকাশ করে। তথ্য ও সত্যের এই পার্থক্য বোঝাতে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ একটি লৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কিন্তু অনাথপিণ্ডদ এ প্রভু বুদ্ধের জন্য ভিক্ষা করতে শ্রাবস্তী নগরের পথে পথে ঘুরছেন। বহু ধনী বহু ভিক্ষা দিয়েছেন, ধনী বণিকরা ধন উজাড় করে দিতে চেয়েছেন কিন্তু অনাথপিণ্ডদ কোনো ভিক্ষাই গ্রহণ করেন না, পথে পথে ঘুরে চলেন। শেষে এক ভিখারিণী গাছের আড়ালে গিয়ে তাঁর পরনের একমাত্র বসন খানি দান করলেন অনাথপিণ্ডদের হাতে। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা বলে সেটি মাথায় তুলে নিলেন অনাথপিণ্ডদ। প্রবীণ বিজ্ঞ তথ্যান্বেষী ব্যক্তি এই দানের সার্থকতা খুঁজে পেতে পারেন না কিন্তু সাহিত্য রসিকের কাছে এ দান সর্বস্ব উজাড় করা সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তথ্য নিষ্ঠা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসের সত্য নিষ্ঠা। কাব্য সাহিত্যে যাঁরা তথ্যনিষ্ঠা খোঁজেন যাঁরা অরসিক, তাঁদের কাছে সাহিত্যের রসনিবেদন সাহিত্যের কাজ মর্যাদাহানির কাজ। বিধাতার কাছে সাহিত্যিকের নিবেদন – "রসের নিবেদন অরসিকে ললাটে লিখো না গো –